সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭২
WEEKLY BOOKLET: 272

গুনাহ, হৃদয়ের অন্ধকার, শয়তানের কুমন্ত্রণা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুনাহ এবং এই গুনাহ সমূহ সম্পর্কে জানার ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ প্রশ্নোত্তর সম্বলিত একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা

গুনাহের পরিচয়

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

গুনাহের পরিচয়

প্রশ্ন: ভুলক্রমে গুনাহ কখন সাব্যস্ত হয়? আর শরীয়তে কি ভুলক্রমেও গুনাহ হয়? যেমন: রোযাবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করে নিলো, অথবা নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর নামাযের কথা স্মরণে আসলো, তখন এর হুকুম কি হবে?

উত্তর: রোযাদার ব্যক্তির যদি রোযার কথা স্মরণ না থাকে, আর পানাহার করে নিলো, তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হয় না, এমনকি গুনাহও হয় না, আর রোযার কথা স্মরণ আছে কিন্তু কুলি করার সময় ভুলক্রমে কণ্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো, তখন এক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, তবে সেই ক্ষেত্রে গুনাহ নেই, কিন্তু রোযার কাযা আবশ্যক।

এই বিষয়টি নামাযের ক্ষেত্রেও, যদি কোন ব্যক্তির নামায আদায়ের কথা স্মরণে ছিলো না, কিংবা ঘুমিয়ে গেলো আর নামাযের সময় চলে গেলো আর যখন স্মরণে আসে তখনই আদায় করে নিবে, তবে এখন কাযা আদায় করা তার উপর আবশ্যক। কিন্তু এমতাবস্থায় নামায কাযা করায় গুনাহ হবে না। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামায আদায় করতে ভুলে যায় কিংবা নামাযের সময় ঘুমিয়ে যায়, তো যখনই তার স্মরণে আসবে সেই সময় নামায আদায় করে নিবে এটাই তার নামাযের সময়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সালাত, ২২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৫)

এই হাদীসে পাকে ঘুমন্ত ব্যক্তির, শুধু ঘুমের কারণে নামায অনাদায় থেকে গিয়েছে, তবে ইচ্ছা কৃত ভাবে পরিহার করার কারণ পাওয়া যায়নি। তাই বলা হয়েছে যে, তার নামায পরিহার করায় গুনাহ হবে না, অনুরূপ যদি নামায পড়তে ভুলে গেলো, এমনকি নামাযের সময়ও চলে গেলো, তাহলে এখনও গুনাহ হবে না, কিন্তু এমতাবস্থায় নামাযের কাযা আদায় করা আবশ্যক হবে।

অন্তরের মরিচা দূর করার ৪টি পদ্ধতি

প্রশ্ন: অন্তরে যদি গুনাহের কারণে মরিচা পড়ে যায়, মৃত ও কালো হয়ে যায়, তখন সেই মরিচা, কালো রং এবং মৃত অন্তরের দাগ অপসারণ করার কি পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর: অন্তরের মরিচা দূর করার জন্য সবচেয়ে বড় ও উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা এবং আল্লাহ পাকের ভয়, এটা ঐ মহান জিনিস, যার মাধ্যমে অন্তরের মরিচা দূর হয়, এখন রইলো এই বিষয়টি যে, "রাসূলের ভালোবাসা" সেটা কোন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি যার ফলে হৃদয়ের মরিচা দূর হয়? আর আল্লাহ পাকের ভয় -ভীতি কোন অবস্থাতার মাধ্যমে অন্তরের ময়লা দূর করতে পারে? তাহলে মনে রাখবেন ভালোবাসার মূল সারাংশ হলো **"অন্তরের আসক্তি ও অন্তরের পছন্দনীয় জিনিসের দিকে ধাবিত হওয়া।"** অতঃপর আল্লাহ পাকের ভয় এবং হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার বরকতে যখন নিম্নে বর্ণনাকৃত আমল সমূহের উপর অটলতা নসীব হয়ে যাবে, তখন অন্তরের মরিচা দূর হয়ে যাবে। সেই আমলগুলো হলো:

www.dawateislami.net

(১) কুরআনে পাকের তিলাওয়াতঃ

কুরআনে পাকের তিলাওয়াত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে, আর বুঝে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদবের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে, এখানে আদব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরয়ী আহকামের সাথে সাথে এর মুস্তাহাব সমূহ স্মরণ রাখা, যেমন তিলাওয়াত করতে গিয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ কুরআনে পাকের দিকে রাখা, পাঠক আল্লাহ পাকের কালাম ধ্যান করতে করতে এভাবে পাঠ করুন যেনো আল্লাহ পাকের সাথে আমার কথা হচ্ছে এবং তা অনুভব করুন যে, কুরআনে পাকের নূরানিয়্যতের (উজ্জলতা) অন্তরে প্রবেশ করছে আর কুরআনে পাক তার অন্তরের মরিচা ধৌত করছে। যদি কোন ব্যক্তি কুরআনে পাককে উত্তম ধ্যান ধারণার সাথে বুঝে বুঝে পাঠ করে, তাহলে اِنْ شَآءَ الله তার অন্তরের মরিচা খুব দ্রুততার সাথে দূর হয়ে যাবে।

(২) আল্লাহ পাকের যিকিরঃ

অনুরূপ যদি আল্লাহ পাকের যিকির, আযকার, মনোযোগ সহকারে করা হয় এবং অমনযোগী ও উদাসীনতা পাওয়া না যায়, বরং বিশেষ করে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিতিকে অন্তরে ও মস্তিষ্কে ধারণ করে আল্লাহ পাকের যিকির করা হয়, আল্লাহ পাকের যিকিরের বাক্য যেমন- "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْم", "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ", "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَاللّٰہُ اَکْبَر", "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" "سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْم" এ রকম যতো যিকির রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, এইরূপ যিকির করার সময় আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা স্মরণ করা যায় তাই এমন যিকিরের বরকতে অন্তরের উজ্জলতাও অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

www.dawateislami.net

(৩) মৃত্যুর স্মরণঃ

মৃত্যু, কবর ও আখিরাত এই তিনটি জিনিস হলে তাই, যা অন্তরের কালো দাগ দূর করাতে অনেক সহায়ক। মানুষ যখন মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন তার অন্তর নরম হয়ে যায় সেই কবরকে দেখে আর অন্যদের মৃত্যুর প্রতি মনোযোগ দেয়, তখন তার নিজের কবরের কথা স্মরণে আসে। সেই কবরে যাওয়া এবং শরীর পঁচে যাওয়াকে স্মরণ করে, তখন তার অন্তর নরম হয়। সেই আখিরাতের বিষয়াদী, আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত ও জবাবদিহিতাকে কল্পনা করে, আমল নামা দেয়া, কিয়ামতের গরম, হাশরের তৃষ্ণার্ত ও পুলসিরাতের অতিক্রম করাটা স্মরণ করে, তখন তার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা, গুনাহের স্বাদ ও অধিক আকাঙ্ক্ষা বের হয়ে যায় এবং সে অন্তরের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। এটাকে বক্ষের প্রশস্ততাও বলা হয়, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অর্থাৎ নূর যখন বক্ষে প্রবেশ করে তখন বক্ষ (বুক) প্রশস্ত হয়ে যায়, তখন আরজ করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কি কোন চিহ্ন রয়েছে যার ফলে নূর চেনা যায়? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ ধোঁকাবাজির স্থান (অর্থাৎ দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা, চিরস্থায়ী ঘর (অর্থাৎ আখিরাতে)র দিকে ধাবিত হওয়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫২, হাদীস ১০৫৫২)

(৪) নেককাদের সংস্পর্শ থাকাঃ

সৎ সঙ্গ অন্তরের মরিচা দূর করার জন্য আমলী ভাবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। অনেক সময় একটি উত্তম বৈঠক মানুষের সারা জীবনের মরিচা দূর করে দেয়, যেমন আমাদের সামনে বিশজন নয়, বরং

www.dawateislami.net

শতশত এমন ঘটনা রয়েছে যে, কোন নেককার লোকদের সংস্পর্শে বসাতে কিংবা তার সাথে একটি সফর করাতে অন্তরের জগৎ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং সুন্নাত ও শরয়ীতের অনুসারী হওয়ার সামর্থ্য নসীব হয়েছে, জীবনের এতো বড় পরিবর্তন মূলত অন্তরের মরিচা পরিষ্কার হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। যখন অন্তরের কলো দাগ দূর হয়ে যায়, তখন অন্তরে এমন নম্রতা, জ্যোতি, উজ্জলতা ও নূর সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মানুষ দ্রুত আল্লাহ পাকের দিকে মনোযোগী হয়ে যায় এবং নেকীর পথে চলতে থাকে। সৎ সঙ্গের বরকতে মানুষের আল্লাহর ভয়, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা নসীব হয়, কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের সামর্থ্য নসীব হয় এবং যিকির ও দরূদে মশগুল থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মৃত্যু ও কবর এবং আখিরাতের স্মরণও নসীব হয়। মোটকথা যদি অধিক পরিমাণে সৎ সঙ্গ লাভ করা যায়, তাহলে উল্লেখিত সমস্ত বিষয় অনেক সহজ হয়ে যায়। সৎ সঙ্গ তেমনই সফলতা কিন্তু বিলুপ্ত নয়, সত্যিকারের আগ্রহের সাথে চেষ্টাকারীদের আজও সৎ সঙ্গ নসীব হয়ে যায়। একক সঙ্গের নৈকট্য যদি নাও পাওয়া যায় তারপরও একটি দলবদ্ধ নেকীর পরিবেশ অবশ্যয় বিদ্যমান। যেমন দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী কাফেলা। কোন ব্যক্তি যদি সেটা অবলম্বন করে নেয়, তো আল্লাহ পাকের প্রতি অনেক উত্তম ধারণা যে, তিনি তাকে সৎ সঙ্গের বরকত দান করবেন।

গুনাহ চেনার উপায়

প্রশ্নঃ গুনাহ চেনার উপায় কি, যেটা অবলম্বন করলে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ গুনাহ চেনার সর্বপ্রথম উপায় হলো ইলমে দ্বীন অর্জন করা, কেননা ইলমই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম যার মাধ্যমে গুনাহের পরিচয় লাভ করা যায়। এই ইলমের অনেক দিক রয়েছে, যেমন কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা যদি পরিপূর্ণ ভাবে মনে থাকে, তাহলে মানুষ অনেক বিষয়ে গুনাহের হুকুম দ্রুত জেনে যাবে। এভাবে সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা জানা থাকলে তবে এর ফলে অনেক গুনাহ সম্পর্কে জানা যাবে, যেমন ফরয ছেড়ে দেওয়া কবীরা গুনাহ, ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া সগীরা গুনাহ, কিন্তু সগীরা গুনাহ বার বার করা হলে, তখন কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বার বার ছেড়ে দেওয়া, যেমন যোহরের চার রাকাত সুন্নাত বার বার না পড়া, গুনাহের সীমায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। অতঃপর এভাবে কুরআন ও হাদীসে ঐসমস্ত জিনিস যা থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো কবীরা গুনাহ, যেমনঃ আত্মহত্যা করা ও ব্যভিচার করা, নিজের সন্তানকে হত্যা করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

﴿وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ২৯)

অনুবাদঃ নিজের প্রাণগুলোকে হত্যা করো না।

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩২)

অনুবাদঃ অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটে যেও না।

﴿وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ﴾

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৫১)

অনুবাদঃ তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না।

এভাবে ঐ সকল আয়াত যার মধ্যে বিশেষভাবে কোন নির্দেশনা কিংবা নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো পড়ার ফলে জানা যে, অমুক অমুক কাজ নাজায়েয ও হারাম যেমন কোন ব্যক্তি যখন কুরআনে পাকের এই আয়াত গুলো পড়বে।

www.dawateislami.net

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌۙ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ১৯)

অনুবাদঃ ঐ সব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে-দুনিয়া ও আখিরাতে এবং আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।

এই আয়াত পড়া কিংবা শুনার ফলে জানা যাবে যে অশ্লীলতা প্রসার করা হারাম, অর্থাৎ অনুরূপ সামনের আয়াত তিলাওয়াত করতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অশ্লীলতা সত্তাগতভাবে হারাম, ইরশাদ করেন:

﴿وَ یَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْیِ ۚ﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৯০)

অনুবাদঃ আর আল্লাহ পাক নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কথা ও অবাধ্যতা থেকে।

অনুরূপ ভাবে নিম্নে উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করার দ্বারা জানা হয়ে যাবে যে কোন ইয়াতিমের সম্পদ নিজে ব্যয় করা কেমন? যেমন ইরশাদ করেন:

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১০)

অনুবাদঃ ঐসব লোক, যারা ইয়াতিমদের ধন–সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে।

জানা গেলো যে, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ইলম থাকা অবশ্যক, সুতরাং ইলম বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের কালাম ও হাদীসে পাককে

www.dawateislami.net

জেনে-বুঝে চিন্তা করে পড়া, এবং দ্বীনি কিতাব সমূহ অধ্যায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী।

কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট গুনাহ উল্লেখিত ছাড়াও উলামায়ে কেরামগণ দ্বীনি জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেও অনেক গুনাহকে বর্ণনা করা হয়। যা স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই কিন্তু তাদেরই উক্তিতে বুঝা যায় যে এটাও নাজায়েয, যেমন রিয়াকারীর সূক্ষ্ম (বিষয়াবলী)। এখন রিয়াকারী সম্পর্কে কুরআনে পাকে তো এতটুকু রয়েছে যে, রিয়াকারীর মাধ্যমে নিজের আমল ধ্বংস করো না:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰىۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, আপন ধন লোক-দেখানোর জন্য ব্যয় করে।

অথবা অন্যান্য আয়াত, যার মধ্যে রিয়াকারীর কারণে আমল ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু উলামায়ে কিরাম রিয়াকারীর বিস্তারিত এবং বিভিন্ন নিদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। আকাবীরগণের (সম্মানিত ব্যক্তিদের) সেই গবেষণা সম্বলিত একটি কিতাব "আল যাওয়াজির" বনামে "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" (প্রকশনা মাকতাবাতুল মদীনা দাওয়াতে ইসলামী)'তে ও রয়েছে। এই কিতাব, এ বিষয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, জানা এক বিষয় আর জেনে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করা আরেক বিষয়, কারো কি জানা নাই যে, নামায ফরয, নিঃসন্দেহে নামায ফরয সবাই জানে কিন্তু একটি বিপুল

www.dawateislami.net

সংখ্যার লোক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নামায পড়ে না। বুঝা গেলো যে, কেবল জানাই যথেষ্ট নয় এর সাথে সাথে মনের আগ্রহ, উৎসাহ এবং আমলের নিয়্যত হওয়াও জরুরী, তাছাড়া শুধুমাত্র কিতাব অধ্যয়ন করাতেই উপকারীতা নেই, এমন কিছু লোকদের দেখা যায় যারা সম্পূর্ণ সিহা সিত্তাহ (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাব) অধ্যয়ন করেছে, কিন্তু এতদাসত্ত্বে নামায আদায়ের প্রতি কোন স্পৃহা পাওয়া যায় না, কিংবা অন্যান্য আমলের দিকে কোন মনোযোগও থাকে না অথবা অন্যান্য আমলে ঘাটতি, অলসতা পাওয়া যায়, সুতরাং ইলমের পাশাপাশি আমলও হওয়া চায় এবং আমলের জন্য অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান থাকাটা অত্যন্ত উপকারী আর এ উভয় অর্জনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

প্রথম পদ্ধতি: এটা যে কেবল আহকামই অধ্যয়ন করবে না, বরং এর আমলের বিভিন্ন ফযীলত ও শাস্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে অর্থাৎ নেক আমলের ফযীলত ও মন্দ আমলের শাস্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে, এর বরকতে অন্তরের মধ্যে আঘাত লাগবে এবং আমলের দিকে ধাবিত হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: সৎ সঙ্গ অবলম্বন করা। সৎ সঙ্গ হৃদয়ে আমলের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, অন্যতাই কেবল মাত্র জ্ঞান থাকাটা অধিকাংশ আমলের জন্য সহায়ক হয় না।

অন্তরের প্রাশান্তি

প্রশ্ন: কোন কাজের প্রতি অন্তরের শান্তি ও অশান্তি গুনাহের সাথে কি কোন সম্পর্ক আছে? অর্থাৎ অনেক লোক কোন ভুল কাজ করে আর কেউ বুঝালে উত্তর দেয় যে, আমি সঠিক করেছি, কেননা আমার অন্তর প্রশান্তি রয়েছে, আমার বিবেকে কোন বোঝা নেই। হৃদয় কিংবা বিবেকের

www.dawateislami.net

প্রশান্তি কি এই কথার দলিল যে, যা আমল করা হয়েছে গুনাহ নয়, ভূল নয়, মন্দ নয়?

উত্তরঃ এই কথার কিছু ভিত্তিও রয়েছে আবার নেই। বিস্তারিত এটা যে অন্তর ও বিবেকের এমন অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেঃ "اَلْاِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ نَفْسِكَ" অর্থাৎ গুনাহ সেটা যেটা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ১০৬৬১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৫১৭) অর্থাৎ যেটা অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে, বিবেক যেটাকে তিরষ্কার করে, মন্দ মনে করে সেটাই গুনাহ বা মন্দ কথা। কিন্তু এই হাদীসের সাথে অপর হাদীসেও মনে রাখবেন যে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ "اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَاشِئْتَ" অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকে, তাহলে যা ইচ্ছা করো। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৮/২৯, হাদীস ৬১২০) উদ্দেশ্য এটা যে যখন মানুষের লজ্জা-শরম শেষ হয়ে যায়, তখন তার কোন ভয় -ভীতি থাকে না এবং তার মন যা চাই তাই করে। যদি কারো এই অবস্থা হয় যে, তার লজ্জা-শরম ও তার সম্মান চলে যায়। আর সেই সাহসিকতা, নির্ভীকতার সাথে গুনাহ সংগঠিত করে। এরপর বলে যে আমার বিবেক সন্তুষ্ট আছে, তাই এমন মানুষের বিবেক কোনভাবে নির্ভরযোগ্য নয়, বরং এমন বিবেকই বিবেকহীন, এমন বিবেক তো মৃত। এরকম মানুষের এটা বলা যে, আমার বিবেক প্রশান্তি, এটার প্রতি কোন বিশ্বাস না করা। এই রকম কথা তো অনেক সময় ডাকাত ও হত্যাকারীও বলে দিবে আর তাদের অন্তর প্রশান্তি হয়ে যাবে। তাহলে কি مَعَاذَ الله সেই হত্যা ও ডাকাতি হালাল হয়ে যাবে? কখনো নয়।

www.dawateislami.net

বরং আরেকটি হাদীসে পাকেও এই সম্পর্কে অনেক সুন্দর দিক নির্দশনা প্রদান করেছে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ" অর্থাৎ যে জিনিসে সন্দেহ হয়, সেটা পরিত্যাগ করো আর সেটাকে অবলম্বন করো যেটাতে সন্দেহ নেই। (তিরমীযি, কিতাবে সফাতুল কিয়ামা, ৪,৬০/২৩২, হাদীস: ২৫২৬) অর্থাৎ সংশয় ও অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহযুক্ত কাজ করো না, যেমন যদি কোন কাজের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, জানা নেই এটা জায়েয নাকি নাজায়েয, তখন সেটাকে ছেড়ে ঐ দিকটা অবলম্বন করা যেটাতে সন্দেহ নেই।

এই বিষয়কে গভীরভাবে বুঝার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বর্ণনা বিস্তারিত অন্তরে গেঁথে নিন।

বিষয়টা হলো এটাই যে, এমন কিছু আহকাম যেগুলো শরীয়ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, যেমন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ" অর্থাৎ হালালও একেবারে স্পষ্ট আর হারামও একেবারে স্পষ্ট, কিন্তু এগুলোর মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, ১৩২৮ পৃষ্ঠা) এখন সন্দেহ যুক্ত জিনিসের ব্যাপারে কি করা যায়? সেজন্য ইরশাদ করেন: "فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَءَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ" অর্থাৎ সন্দেহ যুক্ত কাজ থেকে যে বিরত রইলো, সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচিয়ে নিলো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, ১৩২৮ পৃষ্ঠা) তখন শরীয়তের নিয়ম এটা যে, যেটা স্পষ্টভাবে হালাল, যেটাকে কুরআন ও হাদীসে হালাল হওয়াটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে কারো বিবেক যদি বলে যে, না! এই কাজ সঠিক মনে হচ্ছে না, তবে এখানে বিবেকের কথার উপর আমল যাবে না, কেননা যখন এটাকে দ্বীন

www.dawateislami.net

স্পষ্টভাবে হালাল করে দিলো, তো এখন সেখানে বিবেকের কোন আমল প্রবেশ করবে না। তবে হ্যাঁ কোন বাহ্যিক হিকমতের কারণে মুবাহ ইত্যাদিকে পরিহার করা এটা অন্য বিষয়।

অনুরূপ ভাবে যে কাজকে শরীয়ত স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করলো, নাজায়েয বলে দিলো, গুনাহ বললো, সেটা নায়েয ও গুনাহ আর সেগুলো ছেড়ে দেওয়া অপরিহার্য, এমন স্থানে যদি বিবেকে বলে যে এই কাজ করে নাও, কোন সমস্যা নেই, তখন সেখানেও বিবেকের কথায় সাড়া দেওয়া যাবে না এবং বিবেককে এক পাশে রেখে দিন।

তৃতীয় নাম্বারে ঐ কাজ যা শরীয়তের দিক থেকে সন্দেহযুক্ত, দলিলের দিক থেকে জায়েয ও নাজায়েয জানা নেই, আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য হলে ঐখানে শরীয়ত দিক নিদর্শনা প্রদান পূর্বক বলেন যে, সন্দেহের কাজ থেকে বিরত থাকো। যে বিরত থাকবে, সেই স্বীয় দ্বীন ও সম্মানকে বাঁচিয়ে রাখবে, অর্থাৎ না লোকেরা সে সম্পর্কে বলবে যে দেখো সেই কি করছে না হয় নিজেই অনিশ্চয়তার স্বীকার হবে, আর এভাবে তার দ্বীনও সূরক্ষা থাকবে, কেননা এই জিনিস খোদাভীরুতে অন্তর্ভূক্ত।

এরপর অনেক সময় এমন জিনিস এসে যায় যার ব্যাপারে আসলেই সন্দেহ হতে পারে যে, আমি এটা কি করবো নাকি করবো না? এটা করা সঠিক হবে কি হবে না? উভয় দিকে মন যায়, এখন এমতাবস্থায় কোন মানুষের কি অনুমতি আছে যে, সে নিজের বিবেক থেকে ফতোওয়া নিবে, নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করবে, আর কোন ব্যক্তির অনুমতি নেই? এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি রয়েছে, যেমন কিছু এমন ব্যক্তি রয়েছে যাদের লজ্জা চলে গেছে আর সে অসৎ কাজে জড়িত, শরীয়তের উপর আমল করার কোন আগ্রহ নেই, তো এমন ব্যক্তি শরয়ী বিষয়

www.dawateislami.net

সম্পর্কে কখনো নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করবে না, কেননা যে ব্যক্তি শরীয়তের উপর আমলকারী হবে, নেককার লোকদেরকে ভালোবাসে, গুনাহ থেকে বাঁচার সম্পূর্ণ মানসিকতা থাকে আর বেঁচেও থাকে, নেকীর প্রতি মুহাব্বাত থাকে আর সেই নেকী করেও থাকে, বরং নেকীর প্রতি মুহাব্বতও এমন যে, নেক আমল দ্বারা তার অন্তর প্রশান্ত হয়, অন্তরে উজ্জলতা অনুভূত হয়, অন্তরের প্রশান্তি ও স্বীকৃতি লাভ হয়, তার ঈমানের স্বাদ নসীব হয়, তো এমন ব্যক্তির যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর তার বিবেক তাকে এটা বলে যে এই কাজ করে নিন, এতে কনো সমস্যা নেই, তখন সেই ব্যক্তি মনের কথা মানতে পারবে কারণ তার বিবেক উচ্চ মর্যাদা ও গ্রহণ যোগ্যতার স্তরে উপনীত হয়ে থাকে, কিন্তু এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন! আর নিজেকে ঐ স্তরের মনে করে অতি আত্মবিশ্বাসের সমুদ্রে সাঁতার কাটার নামান্তর।

অন্তরের গুনাহগার হওয়া

প্রশ্ন: কুরআনে পাকে একটি বাক্য রয়েছে যে "তার অন্তরের গুনাহগার" আর সাধারণতভাবেও এই বাক্য বলা হয়। প্রশ্ন এটা যে অন্তরের গুনাহগার হওয়া মানে কি ?

উত্তর: অন্তরের অনেক গুনাহ রয়েছে, যেমন কুফর ও শিরক এগুলো মূলত অন্তরের গুনাহ, কেননা কুফর মানে: দ্বীনি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্য হতে কোন একটা অস্বীকার করা আর অস্বীকার ও স্বীকার উভয়টি অন্তরের কার্যাদি। ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতির নাম আর কুফর অন্তরের অস্বীকৃতিকে বলে, অতঃপর এগুলোর মতো অনেক বিষয়াদী

www.dawateislami.net

রয়েছে, যাকে কুফর বলা হয়, কিন্তু যেটা আসল সংজ্ঞা, তা হচ্ছে এটাই যে, অন্তরে স্বীকার করার পরিবর্তে অস্বীকার করা।

অনুরূপ ভাবে শিরক অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে অংশীদারীত্ব করা, মূলত অন্তরের কাজ হলো যে, মানুষ অন্তরে কাউকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ মনে করা, অতঃপর সামনে এর দৃশ্য প্রকাশ পায়। অনুরূপ মুনাফিকিও অন্তরের সাথে হয়, কেননা বান্দা প্রকাশ্য ভাবে সমস্ত কাজ-কর্ম বাহিয্যিভাবে মুসলমানের মতো করতো, রোযা রাখা, নামায পড়া, কিন্তু অন্তরে স্বীকৃতি বিদ্যমান থাকতো না। আর কুফর শিরক ও মুনাফিকের অন্তরের গুনাহ খুব সহজে বুঝা যায়।

তাছাড়া অন্যান্য অনেক গুনাহ যেগুলোর সম্পর্ক অন্তরের সাথে, উদাহরণ স্বরূপ: গর্ব অর্থাৎ অপরকে নগণ্য মনে করা আর অন্যকে কিছুই মনে না করা, এগুলো অন্তরের কার্যাদি। হিংসা অর্থাৎ এই আকাঙ্ক্ষা করা যে অন্য মুসলমানের নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাক। এই আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই হয়ে থাকে, এখন এক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকাশ হয়ে যায় আর অনেক সময় কেবল এই আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লুকিয়ে রাখে।

এভাবে রিয়াও অন্তরের আমল এবং নিঃসন্দেহে অন্তরের সাথেই থাকে, মানুষ আমাকে নেককার মনে করবে, ইবাদতকারী মনে করবে। এভাবে অহংকার, গর্ব, (তার আলোচনাও এখন হয়েছে) হিংসা বিদ্ধেষও গুনাহ আর এই গুনাহও অন্তরের কার্যাদির সাথে সম্পর্কিত। এই গুনাহ সমূহে জর্জরিতকে **"অন্তরের গুনাহগার"** বলা হবে, এই জন্য শরীয়তের পরিভাষায়ও সেটাকে "রোগাক্রান্ত হৃদয়" বলা হয় অর্থাৎ অন্তরের রোগ সমূহ/ অভ্যন্তরীণ রোগ। হাদীসে মোবারাকায় বলা হয়েছে যে "শরীরের মধ্যে একটি টুকরা রয়েছে যদি সেটা সংশোধন হয়ে গেলে, তাহলে সমস্ত

www.dawateislami.net

শরীর সংশোধন হয়ে যায়। যদি সেটা কুলষিত হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত শরীর কুলষিত হয়ে যায়, শুনে নাও সেটা হচ্ছে অন্তর।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/২৪, হাদীস: ৫২)

কেননা যদি অন্তর থেকে অংহকার, গর্ব, হিংসা বিদ্ধেষ বের হয়ে যায় আর তার মধ্যে একনিষ্ঠাতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তখন অন্তর সংশোধন হয়ে যায়। এভাবে যদি অন্তর সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংশোধন হয়ে যাবে, আর যদি অন্তর কুলষিত হয়ে যায়, তাহলে তার থেকে একনিষ্ঠতা বের হয়ে রিয়া প্রবেশ হয়, তার থেকে বিনয়ী বের হয়ে অহংকার প্রবেশ হয়ে যায়, তার থেকে কল্যাণ কামনা বের হয়ে গিয়ে হিংসা প্রবেশ হয়ে যায়, তার থেকে বন্ধুত্ব বের হয়ে হিংসা বিদ্ধেষ ও গর্ব অহংকার প্রবেশ করে, তখন এটা অন্তর কুলষিত হওয়ার নিদর্শন আর যদি অন্তর কুলষিত হয়ে যায়, তখন বান্দা ঐ কাজই করে যা রিয়াকারী, অংহকার গর্ব হিংসা ও বিদ্ধেষের দাবীদার।

ফাসিকের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: ফাসিক কাকে বলে?

উত্তর: ফাসিক শব্দ ফিসক থেকে নির্গত ফা, সিন, ক্বাফ, ফিসকের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: বের হয়ে যাওয়া/ বাইরে বের হয়ে যাওয়া, ও শরীয়তের দিক থেকে ফিসকের অর্থ হচ্ছে: আল্লাহ পাকের অনুকরণ থেকে বের হয়ে যাওয়া। এখানেও দুটি বিষয় স্মরণ রাখবেন যে, গুনাহ দুই প্রকার: কবীরা এবং সগীরা অর্থাৎ বড় গুনাহ ও ছোট গুনাহ। যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ একবারও করে সেই ফাসিক, অথচ সগীরা গুনাহ বার বার করলে তখন ফাসিক হয়।

www.dawateislami.net

অতএব ফাসিক তার উপর সব্যস্ত হবে যে কবিরা গুনাহ অথবা সগীরা গুনাহ বার বার করে, এখন তার মধ্যে আরো দুটি প্রকার রয়েছে। ফাসিক ব্যক্তি গুনাহ গোপনে করে কিংবা প্রকাশ্যে। যদি সেই গোপনে করে, তাহলে "ফাসিকে গায়রে মুলিন" বলা হয় আর যদি প্রকাশ্যে করে তাহলে তাকে "ফাসিকে মুলিন" বলা হয়। ফাসিকে মুলিন বা ফাজির শব্দ এদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অতঃপর আরেক বর্ণনা মতে ফিসক দু'প্রকার। প্রথম প্রকার: ঐ ফিসক যার সম্পর্ক আকিদার সাথে সম্পৃক্ত আর দ্বিতীয় প্রকার: ঐ ফিসক যার সম্পর্ক আমলের সাথে হয়। কুরআনে পাকে ফিসকে আমলীরও বর্ণনা রয়েছে যেমন শুয়োরের মাংস খাওয়া সেটাকে ফিসক বলা হয়েছে, আর আকিদাগত ফিসক সম্পর্কে কুরআন পাকে অনেক বেশি বর্ণনা করা হয়েছে। বরং বেশি থেকে বেশি কুরআনে পাকে ফাসিক ও ফিসক শব্দাবলী, ফাসিক আকিদা কিংবা বদআকিদা সম্পর্কেই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যার আকিদা ফাসিক, যেমন সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ র যুগে "কাদরিয়্যা ফিরকা" সৃষ্টি হয়েছিলো, যারা তাকদীরের অস্বীকারকারী ছিলো আরেকটি "জবরিয়্যা ফিরকা" বের হয়েছিল যারা এটা বলতো যে, মানুষ কেবল অপারগ সেই কিছু করতে পারে না, তার মাধ্যমে করানো হয়। এভাবে "খারেজী ফিরকা" যাদের পরিচয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বর্ণনা করছিলেন, তারা মুশরিক সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন করতো। (বুখারী, ৯/১৬) এই পরিচয় এখনো পর্যন্ত চলে আসছে, এখনোও অনেক বদআকিদা খারেজী এমন রয়েছে যারা মূর্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত সমূহ, আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ র প্রতি

www.dawateislami.net

সমকক্ষ করে দেয় যে, মূর্তির মতো مَعَاذَ الله আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে ইজাম অপারগ। অনুরূপ একটি ফিরকা "মু'তাযিল্লাহ" উদ্ভাবন হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের গুণাবলীর ব্যাপারে আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা করতো আর কবরের আযাব অস্বীকারী ছিলো, এভাবে কুরআন সম্পর্কে তাদের আকিদা, সাধারণ মুসলমান থেকে অপসারিত করে দিলো, তাদের অভিমত হলো আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহর গুণ নয় বরং সৃষ্টি।

এসব ফিরকা ফাসিকুল আকিদা, যাদের আকিদা কুলষিত হয়ে গিয়েছে, যে আকিদা আল্লাহ পাকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গিয়েছে।

বাক্যের সারাংশঃ এটা হলো ফিসকের শাব্দিক অর্থ বের হয়ে যাওয়া, আর পারিভাষিক অর্থ আল্লাহ পাকের অনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া, অতঃপর যদি কবীরা গুনাহ করে তাহলে ফাসিক আর যদি সগীরা গুনাহ বারবার করে তাহলে ফাসিক, অতঃপর গোপনে করলো তাহলে ফাসিকে গায়রে মুলিন, প্রকাশ্য করলে তবে ফাসিকে মু'লিন কিংবা ফাজের বলা হবে। সামনে সেটাই প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে যে, আকিদার ক্ষেত্রে ফাসিক নাকি আমলের ক্ষেত্রে।

গুনাহের কাজে সৃষ্টির নির্দেশ মান্য করার হুকুম

প্রশ্নঃ অনেক সময় এমনও হয় যে স্বামী, পিতা-মাতা অথবা রাষ্ট্রীয় বা শিক্ষক ও অফিসারগণ এমন কোন বিষয়ে নির্দেশ দেয়, যা শরীয়তের দিক থেকে গুনাহ, এমতাবস্থায় হুকুম কি, তাদের কথা মানা কি সঠিক হবে? বিশেষ করে পিতা-মাতা কিংবা স্বামীর নির্দেশ?

উত্তরঃ সৃষ্টির নির্দেশে কেবল জায়েয কাজ করতে পারবেন, আর গুনাহ ও অসৎ কাজে তাদের কোনো আনুগত্য করা যাবে না, হাদীসে

www.dawateislami.net

পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ অনুগত্য কেবল নেকীর মধ্যে রয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুল আমারাত, ৭৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৪০ (৪৭৬৫)

অপর একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ প্রতিপালকের অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য হতে পারে না।

(মুসান্নিফ, কিতাবুস সায়ের, ১৮/২৪৭, হাদীস: ৩৪৪০৬)

অনুরূপ ভাবে কুরআনের আয়াতে মোবারাকাতেও রয়েছে যে

﴿وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّ اتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾﴾

(পারা: ২১, সূরা: লোকমান, আয়াত: ১৫)

অনুবাদ: আর যদি তারা উভয় তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় যেন তুমি আমার সমকক্ষ দাঁড় করাও এমন কথা মান্য করো না এবং পৃথিবীতে সৎ ভাবে তাদের সাথে বসবাস করবে: আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে: অতঃপর আমারই প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে তখন আমি বলে দেবো যা তোমরা করছিলে।

এই আয়াতে মোবারাকায় পিতা- মাতারই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ও বলা হয়েছে যে, যদি তারা তোমাকে শিরক করতে বলে, তখন তাদের কথা মান্য করো না, তবে দুনিয়াবী বিষয়াদীতে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। অতএব পিতা-মাতা যদি কোন গুনাহের কাজে হুকুম দেয় তখন সেটার উপর আমল করা যাবে না, উদাহরণ স্বরূপ যদি মাতা-পিতা দাঁড়ি রাখতে নিষেধ করে তখন তাঁদের নিষেধ করাটাও গুনাহ এবং তাঁদের এই কথা মান্য করাটাও গুনাহ কেননা দাঁড়ি রাখার নির্দেশ আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিয়েছেন যে, গোঁফ ছোট করো আর

www.dawateislami.net

দাঁড়ি লম্বা করো। (বুখারী, কিতাবুল লিবাস, ৭/১৬০, হাদীস: ৫৮৯৩) অতএব আল্লাহ ও রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিরোধী যারই কথা হোক সেটা মানা যাবে না।

কুমন্ত্রণার বর্ণনা

প্রশ্ন: কুমন্ত্রণা কেন আসে আর এর হুকুম কি?

উত্তর: কুমন্ত্রণা আসার কারণ হলো নফসও শয়তান, কারণ শয়তান মানুষের অন্তরে বাহির থেকে কুমন্ত্রণা দেয়, এভাবে কতিপয় মানুষও নিজের কথার মাধ্যমে কুমন্ত্রণা প্রদান করে থাকে, যেমন কুরআনে পাকে রয়েছে:

﴿الَّذِىۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

(পারা ৩০, সূরা নাস, আয়াত ৫-৬)

অনুবাদ: যেসব মানুষ আন্তরসমূহে কু-প্ররোচনা ঢালে, জ্বিন ও মানুষ।

অর্থাৎ কু-প্ররোচনা প্রদানকারী জ্বিনও হতে পারে এবং মানুষও, আর শয়তানের বড় কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো কুমন্ত্রণা দেয়া কেননা শয়তান মূলত এটা করে থাকে যে, মানুষকে গুনাহ ও কুফরের কুমন্ত্রণা দেয়। অন্য দিকে নফস রয়েছে যে, শয়তানের মতো নফসও মানুষকে কুমন্ত্রণা প্রদানের মাধ্যম হয়ে থাকে আর তার কুমন্ত্রণাকে "ওয়াসওয়াসে নফসানী" বলে, যেমন রমযান মাসে শয়তান বন্দী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কুমন্ত্রণা আসে। এটা নফসের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে কেননা নফস, শয়তানের সাথে গভীর সম্পৃক্ততার কারণে অনেক বেশি শক্তিশালি হয়ে যায় এবং তার কুমন্ত্রণাও এতটুকুই প্রভাব ফেলে, যতটুক শয়তানের কুমন্ত্রণা ফেলে থাকে। বুঝা গেলো যে, কুমন্ত্রণার মূল শয়তান ও নফস।

www.dawateislami.net

কুমন্ত্রণা চেনার উপায়

প্রশ্ন: কিভাবে কুমন্ত্রণা চেনা যাবে?

উত্তর: কুমন্ত্রণা চেনার জন্য ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব **"মিনহাজুল আবেদীন"** অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ বিষয়ের উপর অনেক সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বান্দার অন্তরে যে খেয়াল আসে, তারা সেগুলোকে কিভাবে চিনতে পারবে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাকি শয়তানের? আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"কুমন্ত্রণা ও তার প্রতিকার"** এর মধ্যেও অনেক সুন্দর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কুমন্ত্রণাতে গুনাহের ধরণ

প্রশ্ন: অন্তরে যে কুমন্ত্রণা আসে, এতে কি গুনাহ আছে নাকি নাই?

উত্তর: সাধারণত এটা হয় যে, একজন মানুষের অন্তরে কেবল গুনাহের খেয়াল আসে, কিন্তু সেই নিজ থেকে সেই খেয়ালকে দূর করে দেয়, এ ধরণের কুমন্ত্রণার উপর গুনাহ হবে না। তেমনি ভাবে অন্তরের খেয়ালের অনেক প্রকার রয়েছে, যার মধ্যে হতে দু'টি এই যে: একটি হচ্ছে অঙ্গীকার আর অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে দৃঢ় ইচ্ছা করা, যাকে আমরা "আযমে মুসাম্মাম বলি" আযমে মুসাম্মামের (দৃঢ় সংকল্পের) কারণে পাকড়াও করা হবে। এর কারণে গুনাহ হবে। এই আযমের (অঙ্গীকারের) মাধ্যমে মানুষ গুনাহের উপরণ সরবরাহ করে এবং নিজ থেকে চেষ্টা করে, যদিও সেই কোন কারণে গুনাহ নাও করে, যেমন: এক ব্যক্তি চুরির উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো, অতঃপর কোন কারণে সেই চুরি করতে পারলো না, যেমন সেখানে লোকজন সজাগ ছিলো বা পুলিশ উপস্থিত

www.dawateislami.net

ছিলো ইত্যাদি। তখন এমতাবস্থায় মানুষ গুনাহগার হবে, কেননা সেই ব্যক্তি গুনাহের দৃঢ় সংকল্প করে নিয়েছিলো। জানা গেলো আযমে মুসাম্মাম (দৃঢ় সংকল্প) যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে গুনাহ হবে।

দ্বিতীয়টা হলো: মানুষ নিজের কল্পনায় অশ্লীল কাজ করে, এমতাবস্থাও বান্দা গুনাহগার হয়ে থাকে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করা

প্রশ্ন: যদি কোন আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তো আমাদেরও কি খারাপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর: এটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রশ্ন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও পেশ করা হয়েছিলো যে, আমার আত্মীয়-স্বজন আমার সাথে উত্তম আচরণ করে না, কিন্তু আমি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করি, সুতরাং আমি আমার এই উত্তম আমল কি অব্যাহত রাখবো? অর্থাৎ আমি কি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখবো নাকি আমিও প্রত্যুত্তরে তাদের মতো করবো? তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তুমি তোমার উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখো, হাদীসে পাকের শব্দ সমূহ এই যে: অর্থাৎ এক ব্যক্তি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি আর তারা আমার কাছ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে অসৎ আচরণ করে। আমি তাদের সাথে সহনশীল আচরণ করি, আর তারা আমার সাথে অজ্ঞতা পূর্ণ আচরণ করে। তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি এমন হয়, যেভাবে তুমি

www.dawateislami.net

বলেছো, তাহলে তুমি তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছো আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই অবস্থার উপর থাকবে, তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাযহ্যকারী থাকবে। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬২, হাদীস: ২৫৫৮ (৬৫২৫) সুতরাং আত্মীয়দের কথাবার্তা সহ্য করবে আর নিজো উত্তম আচরণ অব্যাহত রাখবে, বরং একটি হাদীসে মোবারাকাতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে: "صِلْ مَنْ قَطَعَكَ" অর্থাৎ যারা তোমার সাথে বন্ধন ছিন্ন করে তুমি তাদের সাথে আপন অত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখো। (মুসনাদে আহমদ, ৬/১৪৮, হাদীস: ১৭৪৫৭) সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সেটা বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

বাহারে শরীয়তের একটি ইবারতের সারাংশ: আত্মীয়-স্বজনরা উত্তম আচরণ করবে আর আমরাও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবো, এটাই তো হচ্ছে বিনিময়, যা মানুষ সবার সাথেই করে থাকে। সদাচরণ হলো এটাই, তারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তুমি সম্পর্ক বজায় রাখবে, তারা তোমার সাথে অন্যায় করবে আর তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সদাচরণের মূল সারাংশে এই বিষয় অন্তর্ভূক্ত যে আত্মীয়-স্বজন যদি অসৎ আচরণ করে, মন্দ বলে, সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার চেষ্টা করা।

যাইহোক একজন মানুষের পার্থিব কৌশল অবলম্বন করা অপরিহার্য যে, বিনা কারণে নিজেকে লাঞ্ছনার স্থানে যাওয়ার পরিবর্তে তা থেকে বাঁচার পন্থা অবলম্বন করা উচিত, আর নিজ থেকে চেষ্টা করা ও মানসিকতা সৃষ্টি করা যে, আমি তার জন্য কল্যাণের দোয়া করবো, আমার অন্তর তার জন্য কল্যাণের স্পৃহাই থাকবে, আমি তাকে যেখানে

www.dawateislami.net

সহযোগীতা করতে পারবো, তো তাকে সহযোগীতা করবো, আমি তার জুলুমের বিনিময় জুলুম দ্বারা দিবো না, তার গালির বিনিময় গালির দ্বারা দিবো না। হ্যাঁ তার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে নিজে কিছুটা দূরে রাখবো আর সময় সময় সদ্ব্যবহার করতে থাকবো।

অভ্যন্তরীণ গুনাহের বর্ণনা

প্রশ্ন: অভ্যন্তরীণ গুনাহের কি শরীয়তে কোন গুরুত্ব রয়েছে, আর অভ্যন্তরীণ গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা একজন মুসলমানের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: সকল গুনাহের অবস্থা সম্পর্কে মূলত একটাই হুকুম, চাই সেটা অভ্যন্তরীণ হোক বা প্রকাশ্য হোক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আহকাম থাকবে, উদাহরণ স্বরূপ: অনেক গুনাহ এমন রয়েছে যার সাথে মানুষের সম্পর্কই নেই, যেমন কারো মাতা-পিতা নেই, তখন পিতা-মাতা সম্পর্কে অধিক শরীয়তের আহকাম শিখা জরুরী নয়, এভাবে যার উপর হজ্ব ফরয নয়, তখন তার উপর হজ্বের আহকাম শিখা জরুরী নয় আর হজ্বের মধ্যে সংগঠিত গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও আবশ্যক নয়। অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তি বিবাহিত নয় তখন স্ত্রী-সন্তান সংক্রন্ত আহকাম শিখা জরুরী নয়।

তাছাড়া কতগুলো গুনাহ স্পষ্ট হয়ে থাকে, যা সবার জানাই আছে, যেমন চুরি, জুলুম, ডাকাতি, এটা ঐ গুনাহ, যেটা সবাই জানে তখন বিশেষ করে তাদের সে সম্পর্কে জানা জরুরী নয়, তবে ঐগুলো ব্যতিত যে, কতিপয় জিনিসের মধ্যে এমন অনেক কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা হয়ে থাকে যা থেকে মানুষ উদাসীন হয়ে তাতে জড়িত হয়ে যায়। যেমন চুরি

www.dawateislami.net

সবাই জানে যে নাজায়েয ও গুনাহ, কিন্তু যখন মসজিদে নিজের সেন্ডেল চুরি হয়ে যায়, তখন তার সাথে সাদৃশ্য সেন্ডেল সেখানে দৃষ্টিগোচর হলে অনুমান করে যে, চোর আমারটা নিয়ে গিয়েছে আর এগুলো রেখে গিয়েছে, চুরির ফিকহের সংজ্ঞা এখানে তো সম্পূর্ণ খাটে না, কিন্তু তারপরও এটা গুনাহ এবং এক দিক দিয়ে এটাও চুরি। এভাবে মক্কা মদীনাতে সেন্ডেল পরিবর্তন করে নেয়াও নাজায়েয।

আরেকটি উদাহরণ ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা এটা হারাম আর এটা সবাই জানে, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি ইন্তেকালের পর তার ইয়াতিম বাচ্চাদের সম্পদ থেকে তৃতীয় দিবস ইত্যাদি ফাতেহার খাবার খাওয়ানো হয়ে থাকে। এখন এই তৃতীয় দিবস, চল্লিশা (চেহলাম) করা একটি নফল সদকার ন্যায়, আর তৃতীয় দিবষ ও চল্লিশা জায়েয, সাওয়াবের কাজ, কিন্তু ইয়াতিমের সম্পদ থেকে করা নাজায়েয ও গুনাহ এবং সেই খাবারের আয়োজন করতে ইয়াতিম বাচ্চা নিজেও অনুমতি দিতে পারবে না, কেননা সেই তো নাবালেগ আর নাবালেগ এমন অনুমতি দিতে পারে না। এখন যেই ব্যক্তি সেই তৃতীয় দিবস ইত্যাদি থেকে ভক্ষণ করবে, সেই ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করায় গুনাহের উপযোক্ত হবে, কিন্তু সে দিকে মানুষের মনোযোগ নেই, এই মাসআলাটা তো অধিকাংশ মানুষ জানে যে **“ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম”** কিন্তু এর বিস্তারিত জানা থাকে না।

এগুলো ছাড়াও অনেক গুনাহ এমন রয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত ব্যতীত মানুষ তা থেকে বাঁচতে পারে না, যেমন ব্যবসায় কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো গুনাহ হওয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন ধোঁকা দেয়া, মিথ্যা বলা, খেয়ানত করা, ষড়যন্ত্র করা এগুলো

www.dawateislami.net

সব নাজায়েয ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো ছাড়াও শরীয়তের অনেক আহকাম রয়েছে যেগুলো "উকুদে ফাসিদ" বলা হয় অর্থাৎ এমন এগ্রিমেন্ট (চুক্তি) যেটাতে শরীয়তের দিক থেকে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে যায়, সেটার বিস্তারিত সবার জানা থাকে না, যেমন ব্যবসায়ীদের উপর ব্যবসা সম্পর্কে মাসআলা শেখা অপরিহার্য। যদি না শিখে তাহলে না শেখার গুনাহ হবে আর গুনাহের জ্ঞান না থাকার কারণে অন্যান্য অনেক গুনাহ সংগঠিত হবে।

গুনাহের একটি প্রকার হলো "অভ্যন্তরীণ গুনাহ"। অভ্যন্তরীণ গুনাহের মধ্য হতে নব্বই শতাংশ সেসব ক্ষেত্রে রয়েছে যার কার্যাদি "রিয়াকারী" এবং "আত্ম গৌরবের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলো না জানার কারণে সেগুলোর কার্যাদি সম্পর্কে বুঝাই যায় না যে, আমি রিয়াকারী নাকি আত্ম গৌরবের গুনাহে জড়িত হচ্ছি। অভ্যন্তরীণ গুনাহের সম্পর্কে না জানার কারণে ফলাফল এটাই প্রকাশিত হয় যে, মানুষ রিয়া করে বলে আমি কি সামান্য রিয়া করছি! বা লোকদেরকে নগন্য মনে করে আর নিজেকে বড় মনে করে বলে যে ভাই! আমি কি সামান্য অহংকার করছি! এরাই আমার চাকর বাকর, আমার কর্মচারী, তারাই এমন, এখন এখানে অহংকারী ব্যক্তি অন্যকে নগন্য মনে করছে, কিন্তু তার জ্ঞান নেই যে, সে অহংকার করছে, আর এভাবে গুনাহের মধ্যে জড়িত হয়ে যাচ্ছে, এখন এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী আর এর পদ্ধতি এটাই যে, দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করা, উলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ কাছ থেকে গুনাহ সম্পর্কে শিখুন এবং যারা ইলমের মাধ্যমে অর্জন করেছে, তাদের কাছ থেকে ইলম শিখুন।

www.dawateislami.net

গুনাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা

প্রশ্ন: সরাসরি গুনাহের জ্ঞান অর্জন করার পরিবর্তে বিস্তারিত জ্ঞান কিভাবে অর্জন করবো?

উত্তর: অনেক গুনাহ সম্পর্কে আসলে বিস্তারিত জ্ঞানই অপরিহার্য, না হয় কিছু গুনাহ এমন রয়েছে যেগুলো মনে হয় যেন নেকী করছে। কতিপয় উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

প্রথম উদাহরণ: শরীয়তের নির্দেশ এটা যে (অর্থাৎ সুন্নাত এটা যে) পুরুষ টাখনু খোলা রাখবে, সেই হুকুমের উপর আমল করার জন্য কতিপয় লোক নামায পড়ার জন্য সেলোয়ার বা পেন্ট ইত্যাদি ভাঁজ করে নেয়, যেটা হচ্ছে গুনাহ কারণ যদি নামাযে টাখনু ঢেকে যায়, তাহলে মাকরূহে তানযীহি, যেটা গুনাহ নয়, কিন্তু নামাযে সেলোয়ার গুটিয়ে নেয়া, ভাঁজ করা মাকরূহে তাহরীমি, যেটা হচ্ছে গুনাহ।

দ্বিতীয় উদাহরণ: বাচ্চাদেরকে নামাযে নিয়ে আসা ভালো কাজ, কিন্তু এতো ছোট বাচ্চাকে নামাযের জন্য নিয়ে আসা জায়েয নেই কারণ সেই মসজিদে প্রস্রাব পায়খানা করে দেয় বা চিল্লা-চিল্লি করে আর যদি বুঝা যায় যে এমন বাচ্চা চিল্লা-চিল্লি করবে, তাহলে এমন বাচ্চাকে মসজিদে নিয়ে আসা গুনাহ। এখন দেখুন যে নিয়ে এসেছে সেই নিজ থেকে বড় আগ্রহ সহকারে নেকী মনে করে বাচ্চাকে নিয়ে আসলো, কিন্তু অজ্ঞতার কারণে গুনাহ সম্প্রাদন করলো।

বুঝা গেলো যে ইলমে দ্বীন শেখা আবশ্যক ও ইলমে দ্বীন শেখা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব না এবং আমলের মূল ভিত্তিই হচ্ছে ইলমে দ্বীন, সুতারাং ইলমে দ্বীন শিখুন যেনো এটা না হয় যে, নিজ থেকে নেকী মনে করে গুনাহই করতে থাকবে।

www.dawateislami.net

গুনাহের কাজে সহযোগীতা করা

প্রশ্ন: গুনাহের কাজে সহযোগীতা করা কেমন?

উত্তর: গুনাহের কাজে সহযোগীতা করার নিষেধাজ্ঞা কুরআনে পাকে একেবারে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪﴾

(পারা: ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ২)

অনুবাদ: আর সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে তোমরা পস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমালঙ্ঘণে একে অন্যের সাহায্য করো না।

কুরআনে পাকের অকাট্য দলিলে বিদ্যমান যে, গুনাহের কাজে একে অপরকে সাহায্য করার অনুমতি নেই, বরং নির্দেশ এটা যে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। সে সম্পর্কে একটি চমৎকার হাদীস রয়েছে।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا" অর্থাৎ আপন ভাইকে সাহায্য করো, চাই সেই যালিম হোক বা মযলুম হোক, সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মযলুমকে তো আমরা সাহায্য করবো, কিন্তু যালিমকেও কি সাহায্য করবো? তখন ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! আর যালিমের সাহায্য এটা যে তুমি তাকে জুলুম থেকে বাধা দিবে। (বুখারী, কিতাবুল মযলুম, ৩/১২৮, হাদীস: ১৪৪৩) এটাই যালিমের জন্য সাহায্য এটাই তার আখিরাতের জন্য উপকার। আর গুনাহগার ব্যক্তির সাহায্য এটাই যে, তাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখবে।

এ থেকে ঐসব লোকদের শিক্ষ অর্জন করা উচিৎ, যারা বন্ধুবান্ধবদের ফাঁদে পরে একে আপরকে গুনাহের কাজে সহযোগীতা করে এবং নিজে মনে করে যে বন্ধুর হক আদায় করছি। আল্লাহ পাক আমাদের

www.dawateislami.net

সবাইকে যেনো প্রত্যেক বাহিয্যিক ও অভ্যন্তরীন রোগ ও গুনাহ থেকে রক্ষা করুক, আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দিক এবং নেকী সমূহের উপর অটলতা দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলা হযরতের বাণী

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবিয়াতে বলেন: প্রত্যেক স্বাধীন মানুষ হালাল হারামের মাসআলার মুখাপেক্ষী এবং ইলমে কলব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ জ্ঞান যেমন বিনয়ী ও একনিষ্ঠতা আর খোদাভীরুতা ইত্যাদি এবং এগুলো অর্জনের উপায় ও অভ্যন্তরীণ নিষেধাজ্ঞা যেমন: অহংকার, গর্ব, রিয়া, হিংসা, ইত্যাদির চিকিৎসার মাধ্যম হয়ে থাকে এগুলোর জ্ঞানও অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরযের অন্তর্ভূক্ত। যেভাবে বে-নমাযী ফাসিক ফাজির ও কবীরা গুনাহ সংগঠিতকারী, এভাবে মূল রিয়া দ্বারা নামায আদায়কারী এসব মুসিবতে পাকরাও হয়ে থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬২৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সর্বশেষ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

"নূর যখন বক্ষে প্রবেশ করে তখন বক্ষ (বুক) প্রশস্ত হয়ে যায়।" তখন আরজ করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর কি কোন চিহ্ন রয়েছে যার ফলে নূর চেনা যাবে? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ ধোঁকাবাজির স্থান (অর্থাৎ দুনিয়া) থেকে দূরে থাকা, চিরস্থায়ী ঘর (অর্থাৎ আখিরাতে)র দিকে ধাবিত হওয়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে এর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।"

(জয়াবুল ঈমান, ৭/৩৫২, হাদীস ১০৫৫২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net